গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
প্রশিক্ষণ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৭১.০০১.২০.১০১৫

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪২৯
৩১ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় **মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের** ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য কর্মপরিকল্পনাটি এসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: কর্মপরিকল্পনা (০২ পৃষ্ঠা)

৩১-১০-২০২২
অধ্যাপক নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩

বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অন্যতম একটি বিষয়। " চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া।" আজকের যুগের ডিজিটাল বিপ্লব, যাকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটির উৎপত্তি ২০১১ সালে, জার্মান সরকারের একটি হাই টেক প্রকল্প থেকে। একে সর্বপ্রথম বৃহৎ পরিসরে তুলে নিয়ে আসেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান ক্লস শোয়াব।

প্রথম শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল বাষ্প এবং জল শক্তি ব্যবহার করে হস্তচালিত শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়াকে মেশিন চালিত পদ্ধতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে । দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব ছিল বৈদ্যুতিক প্রযুক্তির আবিষ্কার এর মাধ্যমে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব হয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে। এখন যেটি কড়া নাড়ছে তা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। যার গতি কল্পনার চেয়েও বেশি। যার ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক কম্পিউটার প্রযুক্তি। এই ডিজিটাল বিপ্লবের ছোয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থার ঘটবে অকল্পনীয় পরিবর্তন। যেখানে উৎপাদনের জন্য মানুষকে যন্ত্র চালাতে হবেনা, বরং যন্ত্র সয়ংক্রীয়ভাবে কর্ম সম্পাদন করবে এবং এর কাজ হবে আরও নিখুঁত ও নির্ভূল।

বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৬ লাখ যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০%। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছর জুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সব থেকে বড় হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানাবিধ কর্মক্ষেত্র।

এই বিপ্লবের ফলে দেশের মানুষের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবন মান বাড়বে। এছাড়া মানুষ তার জীবনকে বেশি মাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর করবে। আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ থেকে সহজতর হবে। ফলে বর্হিবিশ্বের আধুনিক জীবন ও জীবিকার উপকরণ দ্রুত পৌঁছে যাবে মানুষের হাতে। দেশে বর্তমানে অসংখ্য তরুণ তরুণী অনলাইনে কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। দেশিয় হার্ডওয়ার, সফটওয়্যার রপ্তানির হার দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এর বাজার সামনে আরো বিস্তৃত হবে। অনলাইন প্লাটফর্মকে পুঁজি করে কর্মসংস্থানকারীদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গী করতে দেশের সাবমেরিন ক্যাবলের সক্ষমতাকে আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি দেশের নির্মিত ও নির্মাণাধীন হাইটেক পার্কগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশে এই বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে আগাম ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, ব্লকচেইন ও রোবটিক্স ইত্যাদির ব্যবহার করতে দ্রুত কৌশলগত পরিকল্পনা করতে হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হতে হবে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, আর এজন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্য অনেক দেশ থেকে অনেক বেশি উপযুক্ততা লাভ করবে।

তাই সবাই মিলে আমাদেরকে এখন থেকেই একটি স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো, গড়তে পারব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

কর্মস্পাদনের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদনের সূচক	লক্ষ্যমাত্রা
৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর; অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তাদের AI (Artificial Intelligence) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	১৮০ জন
	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন	সেমিনার/কর্মশালার সংখ্যা	০৬ টি

30.10.22

ড. মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ
আইডি: ১৮৩১৮
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-২)
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

30.10.22

ড. মোনালিসা খান (১৫৫২২)
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

৩০/১০/2022

প্রফেসর ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য
আইডি নং- ৯০২১
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।